মেহেরপুরে হারানো ৭১ টি মোবাইল উদ্ধার করে দিলো পুলিশ

মেহেরপুরে হারিয়ে যাওয়া ৭১ টি মোবাইল উদ্ধারের পর প্রকৃত মালিকের কাছে ফিরিয়ে দিলো পুলিশ।

আজ বৃহস্পতিবার (১০ অক্টোবর) বেলা ১২টার দিকে পুলিশ সুপার কার্যালয়ের সভাকক্ষে মালিকদের হাতে মোবাইল তুলে দেন পুলিশ সুপার মাকসুদা আকতার খানম।

প্রেস ব্রিফিংয়ে জানায়, জেলার তিন থানায় করা সাধারণ ডায়েরির ভিত্তিতে মোবাইলগুলো উদ্ধার করা হয়। পুলিশের সাইবার ক্রাইম সেলের সহযোগিতায় উদ্ধার করা মোবাইলগুলো আসল মালিকের হাতে তুলে দেওয়া হয়। হারানো মোবাইলগুলোর মধ্যে সদর থানার ১৭টি, গাংনী থানার ৩১টি এবং মুজিবনগর থানার ২৩টি মোবাইল উদ্ধার করা হয়।
এ সময় তিনি সকলে আরো সতর্ক থাকার পরামর্শ দেন।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কামরুল আহসান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সার্কেল) আব্দুল করিম, ইন্সপেক্টর বাদল, সদর ট্রাফিক টিআই ইসমাইল হোসেন, সাব ইন্সপেক্টর মনিরুজ্জামান মিলন, কনস্টেবল তাহের, মোঃ আব্দুল জাব্বার সহ পুলিশ কর্মকর্তারা।

মেহেরপুর বুড়িপোতা সীমান্তে প্রবাস ফেরৎ যুবকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

মেহেরপুর সদর উপজেলার সীমান্তবতী বুড়িপোতা গ্রামে এক প্রবাস ফেরৎ যুবকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। নিহত পরিবারের

দাবি প্রতিপক্ষরা মিরাজকে হত্যার পর গাছে ঝুলিয়ে রেখেছে।

আজ সোমবার (৭ অক্টোবর) দুপুরে গ্রামের একটি বাগানের একটি কাঠাল গাছ মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ লাশ উদ্ধার করে। নিহত যুবক মিরাজ আলী বুড়িপোতা গ্রামের মৃত আওলাদ হোসেনের ছেলে।

নিহতর মা সোনাভানু বলেন, মিরাজ ৬ বছর মালয়েশিয়ায় ছিলেন। এ সময় মিরাজের স্ত্রী সাবিনার সাথে আদম ব্যবসায়ী জিয়ার সাথে গোপন সম্পর্ক ছিলো। মিরাজ দেশে ফিরার আগে স্ত্রী সাবিনা কোন কিছু না জানিয়ে জিয়ার সাথে অন্যত্র চলে যায়। আমার ধারনা আমার ছেলেকে হত্যা করে গাছে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে।

মেহেরপুর সদর থানার ওসি সেখ কনি মিয়া বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে লাশ উদ্ধার করে মর্গে পাঠানো হয়েছে। নিহতর পরিবার থেকে লিখিত অভিযোগ পেলে তদন্ত সাপেক্ষে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

চুয়াডাঙ্গায় শিশু জিহাদের ছিনতায় হওয়া ভ্যান উদ্ধার করলো সদর থানা পুলিশ

চুয়াডাঙ্গা সদরের দিননাথপুরের শিশু জিহাদের নিকট থেকে ছিনতাই হওয়া ভ্যান উদ্ধার করেছে সদর থানা পুলিশ এই ঘটনার সাথে জড়িত বকুল শেখ (২৪) নামে এক যুবককে গ্রেফতার করা হয়েছে। গ্রেফতার বকুল শেখ কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালি থানাধীন উত্তর চাঁদপুর গ্রামের সুরুজ আলীর ছেলে৷

আজ বুধবার চুয়াডাঙ্গা সদর থানা প্রেস ব্রিফিংয়ে সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান জেলা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আনিসুজ্জামান।

এর আগে গত বুধবার ৪ সেপ্টেম্বর চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গায় যাত্রীবেশে শিশু জিহাদের ভ্যানটি কৌশলে ছিনিয়ে নেয় গ্রেফতার হওয়া বকুল। এরপরই ঋণের টাকায় কেনা একমাত্র উপার্জনের সম্বল

ব্যাটারিচালিত ভ্যানটি হারিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়ে শিশু জিহাদের পরিবার। কান্না থামছিল না জিহাদের বৃদ্ধ অসুস্থ বাবা-মায়ের।

এদিকে, আজ বুধবার বিকেলে সদর থানা চত্বরে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন বৃদ্ধ তাহাজ্জেল মিয়া বলেন, আমি কখনো ভাবিনি চুরি হওয়া ভ্যানটি আবার ফিরে পাবো। পুলিশ ভ্যানটি উদ্ধার করে দিয়েছেন। এতে আমি অনেক খুশি।

তিনি আরও বলেন, আমি অ্যাজমা রোগী। বয়স হয়েছে। ভ্যান চালাতে পারিনা এখন৷ আমার স্ত্রী দীর্ঘদিন যাবত অসুস্থ হয়ে বিছানাগত। পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারি আমার ছেলে জিহাদকে লোন তুলে ভ্যান কিনে দিয়েছিলেন। এরপর তার উপার্জনেই টেনেটুনে চলছিল সংসার। ভ্যান ছিনতাই হবার পর আমরা দিশেহারা হয়ে পড়ি। এমনকি বাড়িতে বাজার না থাকায় দুদিন রান্নাবান্নাও হয়নি। শুক্রবার জুম্মার পর মসজিদ থেকে পাওয়া খিচুড়ি খেয়েই দিন পার করেছিলাম। সেই সংবাদ প্রচারের পর মানবিক ব্যক্তিরা আমার পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছেন। এখন আমার ভ্যানটি পেয়ে অনেক খুশি। এখন আদালতের মাধ্যমে ভ্যানটি হস্তান্তর করা হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

জেলা পুলিশ সুত্রে জানা যায়, ভ্যান ছিনতাইয়ের ঘটনাটি গণমাধ্যম সংবাদ প্রকাশের পর বিষয়টি চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার খন্দকার গোলাম মওলার নজরে আসে। এরপরই তিনি ভ্যানটি উদ্ধারসহ জড়িতদের ধরতে নির্দেশনা দেন। পরবর্তীতে জেলা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আনিসুজ্জামানের দিকনির্দেশনায় সদর থানা পুলিশের পরিদর্শক (অপারেশন) আলী হোসেনের নেতৃত্বে উপ-পরিদর্শক (এসআই) হাসানুজ্জামান বিভিন্নস্থানে অভিযান পরিচালনা করেন। অবশেষে তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় টানা ১৪ দিন পর কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালি থেকে মূলহোতা বকুল শেখকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়। পরে জিজ্ঞাসাবাদে ভ্যান ছিনতাইয়ের কথা স্বীকার করেন এবং ছিনতায় করা ভ্যানটি তার হেফাজত থেকে উদ্ধার করে পুলিশ।

এসআই হাসানুজ্জামান বলেন, ঘটনার পর উর্দ্ধতন কর্মকর্তাদের নির্দেশনা বিভিন্ন স্থানে অভিযান পরিচালনা করে। তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় বকুল শেখ অবস্থান নিশ্চিত হই। পরে কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করা হয়। তার দেওয়া স্বীকারোক্তিতে ছিনতাই হওয়া ভ্যানটি উদ্ধার করতে সক্ষম হয়। এ ঘটনায় শিশু জিহাদের বাবা তাহাজ্জেল মিয়া সদর থানায় বাদি হয়ে একটি মামলা দায়ের করেছেন। সেই মামলায় অভিযুক্ত বাবুল শেখলে গ্রেফতার করা হয়েছে।

তার নিকট থেকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া গেছে৷ এঘটনার সঙ্গে জড়িতদের গ্রেফতারে অভিযান চলছে।

জেলা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আনিসুজ্জামান বলেন, সংবাদ প্রকাশের পর বিষয়টি আমার নজরে আসে। এরপর ভ্যানটি উদ্ধার করতে পুলিশ অভিযান শুরু করে৷ পরে ভ্যানটি উদ্ধার করতে সক্ষম হয় এবং অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, ঘটনাটি সংবাদ মাধ্যমে দেখে নিজের বিবেকের কাছে নাড়া দিয়েছিল। আমরা জেলা পুলিশ দারিদ্র পরিবারের একমাত্র উপার্জনের সম্বল ভ্যানটি উদ্ধার করতে পেরে আনন্দিত। জেলা পুলিশ সব সময় চুয়াডাঙ্গাবাসির পাশে আছে, ছিল ও থাকবে।

দামুড়হুদায় বনবিভাগের গাছ চুরি করে কর্তন, ভূমি অফিসারের হস্তক্ষেপে উদ্ধার

টানা চার দিনের বৃষ্টিতে দামুড়হুদা উপজেলার জয়রামপুর কাঁঠাতলা নামক স্থান থেকে ৩০ টি ইপিলিপি গাছ রাতের আধারে কেটে নিয়ে যায় কে বা কাহারা।

আজ বুধবার বেলা ১২ টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলা সহকারি কমিশনার (ভুমি) কে এইচ তাসফিকুর রহমান এর হস্তক্ষেপে সকল গাছ উদ্ধার করে উপজেলা বনবিভাগের কর্মকর্তা রজব আলির নিকট হস্তান্তর করা হয়।

জানাগেছে, দামুড়হুদা উপজেলার জয়রামপুর কাঁঠালতলায় সরকারি পরিত্যাক্ত জমিতে বন বিভাগের উদ্যোগে গাছ লাগানো হয়েছিল। টানা ৪ দিনের বৃষ্টিতে কে বা কাহারা রাতের আধারে ইপিলিপি গাছ কেটে নিয়ে যায়। পরে জয়রামপুর সড়ক জনপদের সভাপতি শামসুল আলম গাছ কাটার খবর পেয়ে তল্লাশি চালিয়ে গাছগুলি উদ্ধার করেন।

বন বিভাগের গাছ কে বা কাহারা চুরি করে কেটেছে এমন খবর পেয়ে দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি কে এইচ তাসফিকুর রহমান

ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। ঘটনাস্থলে গিয়ে তিনি যাচাই-বাছাই করে এগুলো বন বিভাগের গাছ সত্যতা মিললে পরে তিনি গাছগুলি উদ্ধার করে দামুড়হুদা উপজেলা বন বিভাগের কর্মকর্তা রজব আলী মোল্লা’র নিকট হস্তান্তর করেন এবং লিখিত নেন।

দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি কে এইচ তাসফিকুর রহমান বলেন, রাস্তার ধারে লাগানো গাছ কে বা কারা চুরি করে কেটে নিয়ে যায়। পরে আমি ঘটনস্থলে গিয়ে চুরি হওয়া গাছ গুলো উদ্ধার করা হয়। গাছগুলি বন বিভাগের হওয়ায়, কারো কোন অভিযোগ না থাকায় বন বিভাগের নিকট গাছগুলি হস্তান্তর করা হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন হাউলী ইউনিয়ন পরিষদের সচিব নাঈম উদ্দিন, হাউলী ইউনিয়ন ভূমি কর্মকর্তা রকিবুল ইসলাম, বিএনপি, যুবদল স্বেচ্ছাসেবক দল, ও ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

আলমডাঙ্গায় শিশু ফাহিমকে উদ্ধারে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল

আলমডাঙ্গা উপজেলার নটা বিলের খালে পড়ে ফাহিম (৫) নামের এক শিশু নিখোঁজের ঘটনা ঘটেছে। গতকাল রোববার দুপুর দেড়টার দিকে খাসকররা ইউনিয়নের সানবাধা রাইসা নামক এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। রাত সাড়ে ৮ টার দিকে খুলনা জেলা অভিজ্ঞ চারজন ডুবুরি দল উদ্ধার কাজ পরিচালনা করেন।

নিখোঁজ শিশু ফাহিম রাইসা সানবাধা গ্রামের গ্রাম্য চিকিৎসক আব্দুল হোসেনের ছেলে।

স্থানীয়রা জানায়, রোববার দুপুরে বাড়ির পাশে নটা বিলের খালের সাঁকোতে খেলা করছিল শিশু ফাহিম। ওই সময় ফাহিম খালের পানিতে পড়ে স্রোতে ভেসে যায়। পরিবারের সদস্যরা সাঁকোর উপর থেকে তার পায়ের স্যান্ডেল উদ্ধার করে। পরে বিকেল সাড়ে ৩ টার দিকে খবর পেয়ে

আলমডাঙ্গা ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের কর্মীরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে উদ্ধার অভিযান চালায়। তাদের সাথে উদ্ধার অভিযানে অংশ নেন স্থানীয়রাও।

শিশুর পিতা গ্রাম্য চিকিৎসক আব্দুল হোসেন জানান, দুপুরে গোসলের আগে ফাহিম বাড়ির পাশে খালের সাঁকোর উপর খেলা করছিল। তার মা বাড়ির মধ্যে আসলে ফাহিম খালের পানিতে পড়ে যায়। পরে এলাকাবাসী মিলে খোঁজাখুঁজি করলেও শিশু ফাহিমকে খুঁজে পাওয়া যায়নি।

আলমডাঙ্গা ফায়ার সার্ভিস ও সির্ভিল ডিফেন্সের স্টেশন অফিসার আব্দুল্লাহ আল মামুন জানান, খবর পেয়ে বিকেলে পৌঁছে উদ্ধার অভিযান চালানো হয়েছে। বর্ষার কারণে খালে স্রোত থাকায় শিশুটিকে খুঁজে পাওয়া যায়নি।

তিনি আরও বলেন, রোববার খুলনা ফায়ার সার্ভিসের অভিজ্ঞ ডুবুরি দল উদ্ধার অভিযানে নেমেছে।

আলমডাঙ্গা থানার (ওসি) শেখ গণি মিয়া জানান, খালের পানিতে শিশু নিখোঁজের ঘটনায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

মুজিবনগর ও দর্শনা সীমান্তে ৩৮৬ বোতল ভারতীয় ফেনসিডিল উদ্ধার

চুয়াডাঙ্গা ৬ বিজিবি মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে মুজিবনগর ও দর্শনা সীমান্ত থেকে ৩৮৬ বোতল ভারতীয় ফেনসিডিল উদ্ধার করেছে। এ ফেনসিডিলের উদ্ধারের ঘটনায় কোন চোরাচালানীকে আটক করতে পারেনী।

চুয়াডাঙ্গা ৬ বিজিবির পরিচালক পিএসসি সাঈদ মোহাম্মদ জাহদিুর রহমান, সাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে গণমাধ্যম কর্মীদের জানায়, আজ মঙ্গলবার (১০ সেপ্টেম্বর) বিকাল সাড়ে ৩ টার দিকে চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালয়িন ৬ বিজিবির অধীনস্থ মুজবিনগর বিওপি টহল কমান্ডার হাবলিদার রফিকুল ইসলাম গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সঙ্গীয়

ফোর্সসহ মুজবিনগর সীমান্ত এলাকার মেইন পিলারের ১০৭ হতে ৫০ গজ বাংলাদশেরে অভ্যন্তর সোনাপুর মাঠে অভিযান চালায়, এ সময় বিজিবির উপস্থিত টের পেয়ে চোরাচালানীরা ২৮৬ বোতল ভারতীয় ফেনসিডিল ফেলে পালিয়ে যায়। তবে এ ঘটনায় কোন চোরাচালানীকে আটক করতে পারেনী।

অপরদিকে আজ মঙ্গলবার বেলা ১২ টার দিকে দর্শনা সীমান্তের মেইন পিলারের ৭৭/২-এস হতে ২৫০ গজ বাংলাদশেরে অভ্যন্তরে জয়নগর গ্রামের আমবাগানে মধ্যে মাদক বিরোধী বিশেষ অভযিান পরিছালনা করে। এ সময় দর্শনা বিওপি টহল কমান্ডার নায়েক জিয়াউর রহমান সঙ্গীয় ফোর্সসহ মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে প্লষ্টিকের বস্তায় মোড়ানো ১শ বোতল ভারতীয় ফেনসিডিল উদ্ধার করে। এ ঘটনায় কাউকে আটক করেতে পারেনী।

চুয়াডাঙ্গার মুন্সীপুর সীমান্তে অবৈধ রুপার গয়না উদ্ধার

চুয়াডাঙ্গার ভারত সীমান্তবর্তী দামুড়হুদা উপজেলার মুন্সীপুর গ্রামে চোরাচালান বিরোধী অভিযান চালিয়ে ১০ কজি ওজনের অবৈধ রপার গয়না উদ্ধার করেছে ৬ বিজিবি।

গতকাল বুধবার রাত পৌনে ৯টার দিকে চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে.কর্ণেল সাঈদ মোহাম্মদ জাহিদুর রহমান পিএসসি মেইলে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তীর মাধ্যমে গণমাধ্যম কর্মীদের জানান। তারই নির্দেশনায় মুন্সীপুর কোম্পানী কমান্ডার নায়েব সুবেদার তাপস কুমার ঘোষসহ একদল বিজিবি সদস্য সীমান্তের খুঁটির ৯২/১০-আর হতে আনুমানিক ২শ গজ বাংলাদেশের অভ্যান্তরে মুন্সীপুর সরদার পাড়ার কিতাব মল্লিকের ছেলে কিতার মল্লিকের (৬০) বসত বাড়ীত অভিযান পরিচালনা করে। এ সময় কিতাব মল্লিক বিজিবির উপস্থতি টের পেয়ে পালিয়ে যায়। বিজিবি সদস্যরা বসত বাড়ী তল্লাশী করে ব্যবহৃত টিউবওয়লের ড্রেনের ভেতর থেকে স্কচটেপ দিয়ে মোড়ানো ৮টি প্যাকেটে উদ্ধার করে। ওই প্যাকেট গুলো জনসম্মুখে খুলে সেখানে থাকা অবৈধ রুপার গয়না উদ্ধার করে জব্দ করা হয়।

এ ব্যাপার নায়েব সুবেদার তাপস কুমার ঘাষ বাদী হয়ে দামুড়হুদা মডেল থানায় মামলা করেছেন। উদ্ধার করা অবৈধ রুপা গুলো পরীক্ষা শেষে চুয়াডাঙ্গা ট্রজারী অফিসে জমা করা হবে বলে তিনি জানান।

চুয়াডাঙ্গায় বিজিবির অভিযানে ৪৫টি ভারতীয় অবৈধ মোবাইল ফোন উদ্ধার

চুয়াডাঙ্গায় ৬ বিজিবি যৌথ অভিযান চালিয়ে বড়বাজারের একটি ফ্লাক্সিলোডের দোকান থেকে ৪৫টি ভারতীয় অবৈধ মাবাইল ফোন উদ্ধার করেছে।

আজ শুক্রবার (২৩ আগস্ট) সকাল ১১টায় এ অবৈধ মোবাইল ফোন সেট গুলো উদ্ধার করা হয়।

চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে.কর্ণেল সাঈদ মোহাম্মদ জাহিদুর রহমান পিএসসি গতকাল বিকাল ৩টার দিকে মেইলে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তীর মাধ্যমে সংবাদকর্মীদের জানান, চুয়াডাঙ্গা শ্যাকরাতলা পাড়ার মরহুম আনোয়ার হোসনের ছেলে ফ্লাক্সিলোডের দোকানদার রাশেদ ভারত থেকে অবৈধভাবে মোবাইল ফোন সেট গুলো চোরাই পথে নিয়ে আসে। গোপনে তার প্রতিষ্ঠানে যৌথ অভিযান করার আগেই রাশেদ পালিয়ে যায়। ওই দোকান থেকে উদ্ধার করা হয় ৪৫ টি দামি মোবাইল ফোন সেটগুলো জব্দ করে চুয়াডাঙ্গার সদর থানায় জমা দিয়ে পলাতক রাশেদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে বিজিবি।

দর্শনার ঠাকুরপুর সীমান্তে অবৈধ রুপা ও ১টি মোটরসাইকেল উদ্ধার করেছে বিজিবি

চুয়াডাঙ্গার ভারত সীমান্তবর্তী দামুড়হুদা উপজেলার ঠাকুরপুর গ্রামে চোরাচালান বিরোধী অভিযান চালিয়ে ১৬ কেজি ৩০০ গ্রাম ওজনের অবৈধ রুপা ও ১টি মোটরসাইকেল উদ্ধার করেছে ৬ বিজিবি।

গতকাল শনিবার সকাল ১০টার দিক চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে.কর্ণেল সাঈদ মোহাম্মদ জাহিদুর রহমান পিএসসি মেইলে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তীর মাধ্যমে গণমাধ্যম কর্মীদের জানান। তারই নির্দশনায় ঠাকুরপুর বিওপি টহল কমান্ডার হাবিলদার শওকত আলীসহ একদল বিজিবি সদস্য সীমান্ত খুঁটির ৮৯ হতে আনুমানিক দেড় কিলোমিটার বাংলাদেশের অভ্যান্তরে ঠাকুরপুর কদমতলা বাজার মোড়ে অবস্থান নেয়। এদিন সকাল পৌনে ৭টার দিকে সেখান থেকে অজ্ঞাত এক ব্যক্তিকে সীমান্তবর্তী কার্পাসডাঙ্গার দিকে মোটরসাইকেল চালিয়ে যেতে দেখে। তাকে দাঁড় করাতে গেলে সে পালিয়ে যায়। এরপর জনসাধারণের সামনে বিজিবি সদস্যরা ফেলে যাওয়া মোটরসাইকেলে ঝোলানো একটি প্লাস্টিকের ব্যাগ উদ্ধার করে। উদ্ধারকরা ব্যাগের ভেতর থেকে স্কচটেপ দিয়ে মোড়ানা ১৬ কজি ৩০০ গ্রাম (১৩৯৭.৪৬ ভরি) ওজনর ভারতীয় চান্দি রুপাসহ চোরাকারবারীর ফেলে যাওয়া ১টি মোটরসাইকল জব্দ করা হয়।

এ ব্যাপারে হাবিলদার শওকত আলী বাদী হয় দর্শনা থানায় মামলা করেন। উদ্ধার করা ভারতীয় অবৈধ চান্দি রুপা গুলা পরীক্ষা শেষে চুয়াডাঙ্গা ট্রজারী অফিসে জমা করা হবে বলে তিনি জানান।

আলমডাঙ্গায় ফসলের খেতে নবজাতক

বাঘডাশা; উদ্ধার করে বন বিভাগে

আলমডাঙ্গা উপজেলার টেক পাঁচলিয়া গ্রাম থেকে দুটি বাঘডাশা উদ্ধার করা হয়েছে। গতকাল সোমবার সকালে উপজেলার জামজামি ইউনিয়নের পাঁচলিয়ার মাঠ থেকে এই বাঘডাশা দুটি উদ্ধার করা হয়।

স্থানীয়রা জানান, সোমবার সকালে কয়েকজন চাষি মাঠে যাওয়ার সময় বাঘডাশা সাদৃশ্য ডোরাকাটা দুটি বাচ্চা দেখতে পান। পরে খবর পেয়ে আরও লোকজন এসে বাচ্চা দুটি উদ্ধার করেন। এদের মধ্যে দুটি বাচ্চাই তাদের মাকে হারিয়ে ফসলের মাঠের খোলা জায়গায় বের হয়ে আসে।

এদিকে গত কয়েক দিন রাতে পাঁচলিয়া গ্রামে অচেনা প্রাণীর আক্রমণের জখম হয়েছে তিন-চারটি ছাগল। ছাগল মালিকেরা বলেন, ‘রাতে ছাগলের ছটফট শব্দ শুনে দৌড়ে ছাগলের ঘরে পৌঁছাতেই একটি অচেনা প্রাণী পালিয়ে যায়। এ সময় আমার একটি ছাগলের গলায় কামড়ানোর দাগ ও রক্ত দেখা যায়। গ্রামের আরও তিনজনের তিনটি ছাগলের একই অবস্থা হয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে এই বাঘডাশার আক্রমণেই ছাগলগুলো জখম হয়েছে।’

খবর পেয়ে আলমডাঙ্গা উপজেলা বন বিভাগের কর্মকর্তা আতিয়ার রহমান ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে বাঘডাশার দুটি বাচ্চা এলাকাবাসীর হাত থেকে উদ্ধার করে। পরে পাঁচলিয়া গ্রামের একটি জঙ্গলে বাঘডাশা দুটি বাচ্চা ছেড়ে দেওয়া হয়।